

বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ

জোবায়ের এনামুল করিম

ভূমিকা

১.১. সাধারণতঃ স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য স্থানীয় ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাকে স্থানীয় সরকার বলা হয়। জাতীয় সরকারের মতো স্থানীয় সরকার সার্বভৌম কোন প্রতিষ্ঠান নয়। স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যপরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা জাতীয় সরকার আইন ও বিধির মাধ্যমে নির্ধারণ করেন। এছাড়াও জাতীয় সরকার বিভিন্ন সার্কুলার ও নির্দেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। স্থানীয় সরকার নির্দিষ্ট এলাকায় কর, ফি, টোল প্রভৃতি নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যাপারে জাতীয় সরকারের নির্দেশ অনুসরণ করে থাকে।^১ সাধারণ অর্থে স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখণ্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায় বুঝায়—যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করার মতো প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার ও সংগঠন আছে।^২

১.২. তত্ত্ববিদগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা অথবা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকারকে সজ্জায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ স্থানীয় সরকার বলতে এমন এক জনসংগঠনকে বুঝায় যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমারেখায় একটি দেশের অঞ্চল ভিত্তিতে বা জাতীয় সরকারের অংশ হিসাবে কাজ করে।^৩ ১৯৪০ দশকে জি মনটাগো মরিস 'স্থানীয় সরকার' এর সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করে দুই পদ্ধতির স্থানীয় সরকার সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থা সমূহ যারা সরকারের এজেন্ট বা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্ববলী জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। দ্বিতীয়তঃ 'স্থানীয় সরকার' কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই স্থানীয় সরকার সমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার হতে এই

প্রতিষ্ঠান সমূহকে কিছু কিছু ক্ষমতা, এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলী দেয়া হয় যা কার্যকর করতে তারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।^৪ মনটাগো মরিস এর মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষমতা, এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলীর তারতম্য রয়েছে, এ দু'টো পদ্ধতি মোটামুটিভাবে পাশাপাশি বা পৃথকভাবে অধিকাংশ দেশ নমুহে বিরাজমান।

১.৩ 'স্থানীয় সরকার' সম্পর্কীয় উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সংজ্ঞাগুলো 'স্থানীয় সরকার'কে সরাসরি পদ্ধতি হিসেবে তুলে ধরেছে। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে চার্লস ব্যারই এর সংজ্ঞা বাস্তবের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। তাঁর মতে স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে বুঝায় যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট স্থায়ী এলাকায় (ভৌগলিক সীমারেখার) সীমাবদ্ধ থাকে, দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় কর ধার্য করতে পারে, যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করে, তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।^৫ অতএব, 'স্থানীয় সরকারের' বৈশিষ্ট্য সমূহ হচ্ছে এর নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা ও জনসমষ্টি, জনপ্রতিনিধিত্ব, নির্দিষ্ট আয়ের উৎস এবং জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ। জাতীয় সরকারের নিজের পক্ষে কেন্দ্র থেকে সবসময় দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না এবং নেতৃত্ব বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ, জনমত যাচাই ও জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। এজন্যই বিশ্বের প্রায় সকল দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ কাজ করছে।

১.৪. বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের যে কাঠামো রয়েছে তার সূচনা হয়েছে বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত কিছু কিছু আইনের মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শহর অঞ্চলে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়।^৬ বৃটিশ শাসন আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে গৌণ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের কাঠামো পৃথকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। এ প্রবন্ধ গ্রামীণ স্থানীয় সরকার স্তরগুলোকে বিভিন্ন আইনের আওতায় একসঙ্গে আলোচনা না করে স্তরগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হলো যাতে প্রত্যেকটি স্তরে পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অতিসহজেই ধারণা করা সম্ভব হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের পল্লী

এলাকায় তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাজ করছে। এগুলোর বিবর্তন, গঠন বা কাঠামো, কার্যাবলী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

ইউনিয়ন পরিষদ

২.১. অনেক প্রতিষ্ঠানের মতোই বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্থানীয় সরকার সংস্থা একটি ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার।^১ আজকের ইউনিয়ন পরিষদ সংগঠিত হয়েছে ১৯৮৩ সালে জারীকৃত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের ক্ষমতা বলে।

২.২. ইংরেজদের আগমনের পূর্বে তৎকালীন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে খুব একটা নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায় না।^২ তবে পন্ডিতগণ মনে করেন গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অধিকাংশ গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচজন। পঞ্চায়েত গ্রামের গণ্যমাণ্য বয়স্ক লোকদের নিয়ে গঠিত হত।^৩ সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল বিচার কার্য সম্পাদন ও গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা। পঞ্চায়েতগুলো দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেরাই সম্পদ আহরন করতো।^৪ এই পঞ্চায়েত বা গ্রাম সরকারগুলো যুগ যুগ ধরে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে। জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত প্রথার উদ্ভব ঘটে। অতএব এর কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না।

২.৩. ইংরেজ শাসনামলে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং পল্লী অঞ্চলে ইংরেজদের ভিত্তি আরো দৃঢ় করার জন্য লর্ড মেয়োর এর আমলে ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারী আইন পাশ হয়। এর ফলে প্রথমবারের মতো পল্লী অঞ্চলে আইনগত ভিত্তির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় এবং পঞ্চায়েত প্রথার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই আইনের অধীনে পল্লী অঞ্চলকে ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয়। কয়েকটি গ্রামকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং প্রতিটি ইউনিয়নের গড় আয়তন ছিল প্রায় ১০ থেকে ১২ বর্গমাইল। প্রতিটি ইউনিয়নে চৌকিদারী পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। চৌকিদারী পঞ্চায়েতের সদস্যের সংখ্যা ছিল পাঁচ জন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সকল সদস্যকে তিন বৎসরের জন্য নিয়োগ প্রদান করতেন। যদি কোন নিয়োগকৃত সদস্য পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন তবে তাকে ৫০০০ (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা দিতে হ'ত। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে চৌকিদার নিয়োগ করা এবং চৌকিদারী কর আদায়ের মাধ্যমে চৌকিদারদের বেতনের ব্যবস্থা করা। এই করের সর্বনিম্ন হার ছিল ছয় আনা।

যদি কোন পঞ্চায়েত কোন সময় চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করতে অক্ষম হতেন, তবে সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ফ্রোক করে চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করার বিধান ছিল।

২.৪ চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ত্রুটিমসূহ হচ্ছে: এর সদস্যগণ গ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত না হয়ে সরকারী কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হতেন।^{১১} তারা চৌকিদারী কর আদায় বা তহবিল গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সময় অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, চৌকিদারদের অনেক সময় বেতন দিতেন না। তাছাড়াও জনকল্যাণ মূলক কাজের দায়িত্ব চৌকিদারী পঞ্চায়েতের ছিল না। সর্বোপরি পঞ্চায়েতগুলি মূলতঃ আইন ও শৃংখলা রক্ষার্থে এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রশাসনকে সহায়তা করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়। এই অসুবিধা সমূহের দরুন চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তে স্থানীয় অধিক দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে ১৮৮৫ সালে বংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন আইন প্রবর্তনের মধ্যমে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই আইনের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়।

২.৫. কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ থেকে ৯ জন এবং সদস্যগণ গ্রামবাসী কর্তৃক নির্বাচিত হতেন।^{১২} এদের কোন কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এরা রাস্তা তৈরী, জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধাদির তত্ত্বাবধান করতো।^{১৩} এই তদারকী খরচ মেটানোর জন্য গ্রামবাসী (যাদের বাড়ী বা সম্পত্তি ছিল) নিকট হতে তহবিল গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়।^{১৪} এর মূলতঃ জেলা বোর্ডের অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল-ফলে জেলা বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। কর আদায়ের ক্ষমতা না থাকায় আর্থিক দুর্বলতার দরুন ইউনিয়ন কমিটি কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া, ইউনিয়ন কমিটির পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত কাজ করতো এবং গ্রামবাসীদের নিকট থেকে কর আদায় করা হতো। ফলে পল্লী অঞ্চলে দৈতশাসনের অসুবিধা প্রকটভাবে দেখা দেয় এবং ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্ত্বশাসন আইন এর অধীনে চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। মোট সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ সরকারের পক্ষ হতে জেলা প্রশাসক মনোনয়ন করতেন এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল নিরাপত্তা বিধান, রাস্তা

ও পুল/কালভার্ট নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুল সংরক্ষণ, পানি সরবরাহ এবং জেলা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা। ইউনিয়ন বোর্ডকে ইউনিয়ন কর আরোপ এবং ছোট খাট ফৌজদারী অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়। বোর্ডের কার্যকাল প্রথমে (১৯১৯ সাল থেকে) ছিল ৩ বৎসর যা ১৯৩৬ সাল থেকে ৪ বৎসর করা হয় এবং মনোনয়ন প্রথা ১৯৪৬ সালে রহিত করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সংরক্ষিত ভোটাধিকার, প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি এবং জেলা পরিষদের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতাই ছিল প্রধান।^{১৫}

২.৬. মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ এর অধীনে ইউনিয়ন বোর্ডের নামকরণ করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং এর গঠন, কার্যবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশ পরিবর্তন ঘটে।^{১৬} গড়ে ১০, ০০০ (দশ হাজার) লোকের বসবাসকারী এলাকা নিয়ে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়। মোট সদস্য সংখ্যার দুই - তৃতীয়াংশ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন এবং মহকুমা প্রশাসক সরকারের পক্ষ হতে অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনয়ন করতেন। ১৯৬২ সালে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে মনোনয়ন প্রথা রহিত করা হয়। সদস্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে ভাইস-চেয়ারম্যানের পদটি বাতিল করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল ৫ বৎসর। এলাকার শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা ছাড়াও ৩৭ টি কার্যাবলী পালনের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়-তন্মধ্যে কৃষি উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজ কল্যাণ-প্রভৃতি কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সালিশী আদালত গঠন করার মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেয়া হয় ১৯৬১ সালে। মুসলিম পরিবারিক ও বিবাহ আইনের অধীনে এর সদস্যদেরকে বিচার করার দায়িত্ব দেয়া হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তহবিল গঠন করার জন্য চৌকিদারী কর ছাড়াও সম্পত্তির উপর করসহ অন্যান্য করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়। এছাড়া পল্লীপূর্ত কর্মসূচীর অধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস ভবন বা অন্যান্য কাজের জন্য সরকার হতে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলো - সরকারী কর্মকর্তাদের আধিপত্য, সদস্যগণ কর্তৃক সরকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করা, আর্থিক দুর্বলতা, দুর্নীতি এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে ঠিকমত দায়িত্ব পালনে অধিকাংশ সময় এই প্রতিষ্ঠান ব্যর্থতার পারিচয় দিয়েছে।^{১৭}

২.৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং - ৭, ১৯৭২ বলে ইউনিয়ন কাউন্সিল বাতিল করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।^{১৮} রাষ্ট্রপতির আদেশ নং -

২২, ১৯৭৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এর নাম পরিবর্তন করে এর নাম দেয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ৯ জন সদস্য, একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস- চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি।^{১৯} স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে বেশ পরিবর্তন ঘটে। ভাইস-চেয়ারম্যান পদটি বাতিল করা হয়। একজন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এছাড়া দুইজন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দুইজন প্রতিনিধি সদস্য (কৃষকের মধ্য থেকে) পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর উপর ৪০ টি কাজ ন্যস্ত করা হয়। প্রধান প্রধান কাজগুলো হচ্ছেঃ- জনকল্যাণ, আইন ও শৃংখলা রক্ষা, রাজস্ব, উন্নয়নমূলক এবং বিচার বিভাগীয়। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ বিধির অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী ছাড়া অনেক অনির্ধারিত কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। যেমনঃ জাতীয়তা প্রত্যয়ন পত্র, চরিত্র প্রত্যয়ন পত্র, আয় প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি দেয়া এবং আদম শুমারী কাজে সহায়তা করা।^{২০} কিন্তু এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্রের অনুরূপ থেকে যায়।

২.৮. ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ প্রবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও নিজস্ব আয়ের উৎসের পরিবর্তন ঘটেছে। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য এবং ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের (নং-৫১/৮৩) ৩০ এবং এর প্রথম সিডিউলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এসব কার্যাবলী ছাড়াও রয়েছে- (ক) সাধারণভাবে সকল ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বা কোন বিশেষ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক করণীয় বলে জাতীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত কার্যাবলী, (খ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কার্যাবলী, (গ) অপর যে কোন আইন প্রদত্ত এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রযোজ্য অন্যান্য কার্যাবলী আইনে পৌর, রাজস্ব ও প্রশাসন, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব। কিন্তু নিজস্ব আয়ের উৎস ২৮টি হতে কমিয়ে ৫টিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন :- (১) বাড়ী ও দালান কোঠার উপর কর (২) গ্রাম্য পুলিশ রেট, (৩) জন্ম, বিবাহ ও ডোজের উপর ফি, (৪) জনকল্যাণ সহায়ক কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর কর, এবং (৫) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণকর কাজের জন্য ফি। এ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং জাতীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর তাকে অত্যন্ত নির্ভরশীল হতে হয়েছে।^{২১}

২.৯. ৩৩ নং ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ কৃষি, শিল্প ও গোষ্ঠী উন্নয়নে “ প্রেসক্রিপশন” মতে কাজ করবেন। পরিষদ পল্লী উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এবং যেসব কার্যাবলী প্রেসক্রাইব করা হবে তা করবেন।

২.১০. এসব কার্যাবলী ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার আইনে বর্ণিত কার্যাবলীর হুবহু অনুসরণ। তালিকাটির সতর্ক পঠন থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এটা কোন অগ্রাধিকারের ভিত্তি রচিত হয় নি। এমন কি আইনের ৩০ থেকে ৩৪ ধারায়, বর্ণিত কার্যবিভাগের ক্রমানুসারেও তা রচিত নয়। অনেক আইটেম যুগের প্রয়োজনে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণলিখিত হওয়া আবশ্যিক এবং কোন কোন আইটেম বর্জনীয়। অন্যদিকে আইনে লিখিত হয়নি কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সেগুলো স্থানীয় বিভাগের নির্বাহী আদেশ বলে অবশ্য করণীয় কাজ হয়েছে। নিরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমেই ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে গঠনমূলক কার্যাদির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

স্বনির্ভর সরকার

৩.১. ১৯৮০ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।^{২২} এ উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার (গঠন ও প্রশাসন) বিধি তৈরী করা হয়।^{২৩} এ বিধি অনুযায়ী পর্যায়াক্রমে প্রতিটি গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান ও দু’জন মহিলা সহ মোট ২২ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গ্রাম প্রধান ও সকল সদস্যই গ্রাম সভার সদস্যদের মতৈক্যের উপর ভিত্তি করে মনোনীত হতেন। গ্রাম প্রধান সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করতেন। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের প্রধানতঃ ৪ টি কাজ ছিলঃ- (১) অধিক খাদ্য উৎপাদন, (২) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, (৩) জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা, এবং (৪) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা। যদিও এ প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট দায়িত্বাবলী দেয়া হয়েছিল যদিও কোন আর্থিক সাহায্য বা নিজের আয়ের জন্য কর ধার্যের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কাজেই আর্থিক অসুবিধা এবং আবশ্যিক ক্ষমতার অভাবে এ প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে নেতৃত্বের কোন্দল এবং প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব গ্রামঞ্চলে প্রকটভাবে দেখা দেয়।^{২৪} ১৯৮২ সালে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের বিলুপ্তি হয়।

উপজেলা পরিষদ

৪.১. যদিও ১৯৫৯ সালের পূর্বে থানা বা বর্তমান উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন করা হয় নি, তথাপিও বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯৮৫ অনুযায়ী

মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। এই লোকাল বোর্ড কমপক্ষে ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। ইহার ২/৩ অংশ সদস্য ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ১/৩ অংশ মনোনীত হতেন। সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। অবশ্য তাঁর নিযুক্তির ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট গভর্নর এর অনুমোদন লাগতো। লোকাল বোর্ডের কোন নির্দিষ্ট কার্যাবলী বা দায়িত্ব এবং আয়ের উৎস ছিল না। জেলা-বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো এবং জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্বাবলী পালন করতো। এই প্রতিষ্ঠান জেলা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন কমিটির কার্যাবলীর তদারক এবং অনুদান বন্টন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন গ্রহণ ছিল এর অন্যতম কাজ। যদিও ১৯৯১ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন এর অধীনে লোকাল বোর্ডের অস্তিত্ব বজায় ছিল, ১৯৩৬ সালে এর বিলুপ্তি ঘটে। কারণ জেলা বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যাবলী, আর্থিক অনুদান বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ করতো এবং লোকাল বোর্ডকে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের মাঝে একটি অতিরিক্ত অপয়োজনীয় স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়।^{২৫}

৪.২. ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ এর অধীন সর্বপ্রথম থানা/ উপজেলা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই কাউন্সিল প্রতিনিধি ও অফিসিয়াল সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। একটি থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন সমূহের চেয়ারম্যানগণ- প্রতিনিধি সদস্য এবং মহকুমা প্রশাসক, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), থানা পর্যায়ের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য ও সমবায় কর্মকর্তাগণ-অফিসিয়াল সদস্য ছিলেন। মহকুমা প্রশাসক এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) যথাক্রমে ইহার চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। থানা কাউন্সিলকে ৭ টি কার্যাবলী পালনের দায়িত্ব দেয়া হয় যেমন :- (১) থানার অন্তর্গত সকল উন্নয়ন কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, (২) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, (৩) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, (৪) ইউনিয়ন পরিষদকে তাদের কাজে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান, (৫) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, (৬) পরিবেশ মুক্ত রাখা এবং (৭) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। উপরোক্ত কার্যাবলী মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে উল্লেখ করা থাকলেও থানা কাউন্সিল নির্দিষ্ট করে কোন কাজ করত না। এর মুখ্য কাজ ছিল থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন ও টাউন কমিটির কার্যাবলীয় সমন্বয় সাধন করা। এছাড়া সরকার এবং জেলা কাউন্সিল কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব থানার কাউন্সিল পালন করতো। তহবিল গঠনের জন্যে থানা কাউন্সিলকে কোন কর ধার্য বা আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এই সংস্থার কার্যাবলীর জন্য সকল ব্যয় সরকার বহন করতো। উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, থানা কাউন্সিল স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ না করে সরকারী আমলাতন্ত্রের

একটি প্রসারিত হস্ত হিসেবে কাজ করতো।^{২৬} স্বাধীনতা উত্তরকালে থানা কাউন্সিলের পরিবর্তন ঘটে ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭ এবং স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুযায়ী যথাক্রমে নামকরণ করা হয় থানা উন্নয়ন কমিটি এবং থানা পরিষদ। কিন্তু গঠন, কার্যাবলী, আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অনুরূপ রয়ে যায়।

৪.৩. সরকার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পূর্ণগঠন) অধ্যাদেশ জারী করেছেন। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য, আফিসিয়াল সদস্য এবং মনোনীত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে।^{২৭} উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অফিসিয়াল সদস্য ছাড়া অন্যান্য সদস্যদের ভোটাধিকার আছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন এবং সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মনোনীত সদস্যগণ পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করেন।

৪.৪. ১৯৮২ সালে সরকারী রেজুলিউশন অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কার্যাবলীকে মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়—সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয় সমূহ। এই রেজুলিউশন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সরকার সংরক্ষিত বিষয়াদি এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করবেন। হস্তান্তরিত বিষয় ১০ টি। কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সেচের ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, পূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন, ত্রাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী সম্প্রসারণ, পশুপালন ও মৎস্য সম্প্রসারণসহ সংরক্ষিত কাজের তালিকা অনুযায়ী সরকার ১৩ টি দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন—আইন-শৃংখলা রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার, রাজস্ব—প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, বৃহৎ শিল্প, খনন ও খনিজ উন্নয়ন ইত্যাদি। অতএব সরকার পূর্বের থানা পরিষদের তুলনায় উপজেলা পরিষদকে অনেক বেশী দায়িত্ব দিয়েছেন।^{২৮}

৪.৫. বিধান অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে প্রকল্প গ্রহণের অনুমতির জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হ'তে হয় না পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা উপজেলা পরিষদকে দেয়া হয়েছে। পরিষদের দায়িত্ব পালনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ, ডি, পি) থেকে প্রতি আর্থিক বৎসর সরকারী আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।^{২৯} এছাড়া একে কর আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস ৮ টি।

যেমন :- জলমহল, হাট-বাজার, ফেরী, ব্যবসা বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি। এ পদ্ধতির আওতায় হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের কর্মকর্তাদেরকে উপজেলা পরিষদে প্রেষণে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত বিষয়াদির কর্মকর্তাদেরকে (মুনসেফ এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া) প্রয়োজন বোধে উপজেলা পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পরিচালনায় সহযোগিতা, বাজেট ও কর ধার্য, প্রস্তাব অনুমোদন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উপজেলা পরিষদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।^{৩০}

৪.৬. ইতিপূর্বে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো সাধারণতঃ আমলাগণ কর্তৃক বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, ফলে অনেক সময় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেত। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর বিকাশ সাধনে এটা একটা বাঁধা স্বরূপ ছিল। উপজেলা পদ্ধতিতে এর অবগুণ্টি ঘটানো হয়েছিল। বর্তমানে উপজেলা পরিষদের নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ বা 'নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে কিছু নেই। একটা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে পরিষদ তার সব কর্মকাণ্ড নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। পরিষদ আমলা নির্ভর নয় এমনকি সরকারী সহায়তা তহবিলের ক্ষেত্রেও আমলাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে তার সম্পর্ক কার্যাদির বিষয়ে খবরাখবর নেয়া, মূল্যায়ন; পরিদর্শন, কারিগরি উপদেশ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ।^{৩১}

৪.৭. জাতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচী ও অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে যাতে উপজেলা পরিষদগুলো তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রকল্প তৈরীর সময় খাতওয়ারী বরাদ্দ সঠিকভাবে পালন করেন তার জন্য পরিকল্পনা কমিশন পরিষদকে আদেশ দিয়ে থাকেন। এ উপদেশমালার বিশেষ দিক হচ্ছেঃ^{৩২}

- (ক) উপজেলা পরিষদগুলো যাতে জাতীয় অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে উন্নয়ন সহায়ক তহবিল দ্বারা উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে;
- (খ) উপজেলা পরিষদ যাতে পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা বজায় রেখে গণতান্ত্রিক উপায়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ;
- (গ) উপজেলা পরিষদ যাতে সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করে ও প্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ না দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রতি উৎসাহ কম দেখায়;
- (ঘ) যাতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় জনসংখ্যা, এলাকা, অনগ্রসরতা, পূর্ববর্তী সময়ে সফলতা ও ব্যর্থতা ইত্যাদি দেখে প্রকল্প নেয়া হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করে; এবং
- (ঙ) স্থানীয় ভাবে তহবিল গঠন করে তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ করা ইত্যাদি।

জেলা পরিষদ

৫.১. ইংরেজ শাসন আমলে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৮৮৫ প্রবর্তনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সর্বপ্রথম জেলা বোর্ড নামে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। জেলা বোর্ড নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হ'ত। মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে নতুবা বাহির হ'তে নির্বাচন করতেন। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভাগীয় কমিশনার মনোনয়ন দিতেন। অতঃপর জেলা বোর্ডের সকল সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন অথবা প্রাদেশিক সরকারও সরাসরি চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন। তবে নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন ব্যতীত দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারতেন না। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ সালে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত হওয়ায় জেলা বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যোগ্য ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। জেলা বোর্ডের মূল কার্যাবলী ছিল-প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী এলাকায় সড়ক এবং পুল নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন দায়িত্ব পালন ইত্যাদি। এর মূল আয়ের উৎস ছিল ৩টি যেমনঃ চেস, ফি এবং বিধান লংঘনের জন্য জরিমানা ও সরকারী অনুদান।^{৩৩}

৫.২. ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন জেলা বোর্ডের গঠনের ক্ষেত্রে কিছুটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আনার বিধান করেছিল। এই আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডের সদস্যেরা সরাসরি ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান এবং এক বা দুই জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। কিন্তু সদস্যরা ১৮৮৫ এর আইন অনুযায়ী নির্বাচিত বা মনোনীত হতেন। কিন্তু ১৯৫৬ সালে জেলা বোর্ড-এ সদস্য মনোনয়ন প্রথা বাতিল করা হয়। জেলা বোর্ডকে পূর্বের কার্যাবলীর সাথে জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ এবং ডাকবাংলা সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। পূর্বের ৩টি আয়ের উৎসের সাথে ফেরী ব্যবহারের জন্য ফি আদায়ের ক্ষমতা এবং মটর ভেহিক্যাল ট্যাক্স এর আয়ের অংশ সরকার হতে জেলা বোর্ডের জন্য দেয়ার বিধান করা হয়।^{৩৪}

৫.৩. ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুযায়ী জেলা বোর্ডের নামকরণ করা হয় জেলা কাউন্সিল। অফিসিয়াল ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হতো।

কাউন্সিলে মোট সদস্যের অর্ধেক জেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও টাউন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট অর্ধেক সদস্য সরকার নিয়োগ দিতেন। জেলা প্রশাসক জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। জেলা কাউন্সিলের দায়িত্ববলীর মধ্যে ছিল সড়ক, ভবন, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী

নলকুপ, ডাকবাংলার সংরক্ষণ এবং জেলার অন্তর্গত স্থানীয় পরিষদ সমূহের তৎপরতার সমন্বয় সাধন করা। সরকারী অনুদান ছাড়াও কর, টোল, ফি-ইত্যাদি ধার্যের মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারতো। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-৭, ১৯৭২-এ জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে জেলাবোর্ড করা হয়।

৫.৪. ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানকে জেলা পরিষদ নামে অভিহিত করা হয়। নির্বাচিত, অফিসিয়াল এবং মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা থাকে। নির্বাচিত ও মহিলা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পর কখনও জেলা পরিষদের নির্বাচন হয় নি। জেলা প্রশাসক ও সহকারী পরিচালক স্থানীয় সরকার, যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। জেলা পরিষদের দায়িত্ব ছিল পাঠাগার, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, সরকারী সড়ক, কালভার্ট, পুল, সরকারী বাগান, খেলার মাঠ, রেস্তোরাঁ হাউস নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা। তা ছাড়া, জেলা পরিষদ স্বচ্ছায়-সমাজ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ও অন্যান্য সাধারণ কার্যাবলীও সম্পাদন করতে পারতো। সরকারী অনুদান ছাড়াও কর টোল, ফি ইত্যাদি ধার্যের মাধ্যমে তহবিল গঠনের বিধান ছিল।^{৩৫}

৫.৫. স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন ২২টি সাবেক জেলায় জেলা পরিষদ বিদ্যমান ছিল। জেলা পরিষদ পুনঃসংগঠিত হওয়ায় ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এর ৯৭ (২) (এ) (।।) ধারায় বিধান অনুসারে উক্ত ২২টি জেলা পরিষদ শুধুমাত্র জেলা প্রশাসককে নিয়ে সংগঠিত হওয়ায় জেলা প্রশাসকই চেয়ারম্যান হিসেবে পরিষদের কাজ চালিয়ে যেতেন। ইতিমধ্যে আরোও ৪২ টি নতুন জেলা সৃষ্টি হওয়ায় জেলার মোট সংখ্যা দাড়ায় ৬৪। নবসৃষ্ট ৪২টি জেলায় জেলা পরিষদ গঠন করা হয়নি বলে জেলাগুলো উপরোক্ত ২২টি সাবেক জেলা পরিষদের আওতাধীন ছিল। জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি ফোরাম থাকার প্রয়োজনে দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।^{৩৬} এই লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছেন। এ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং পরিষদের স্থানীয় ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকার রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং পরিষদের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।^{৩৭} সরকার ৬৪ টি

জেলা পরিষদের মধ্যে ৬১ টি জেলা পরিষদে তিন বৎসরের জন্য চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন।^{৩৮} প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য এবং কর্মকর্তা সদস্যগণের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। উল্লেখ্য যে, জেলা পরিষদের কোন সভায় কর্মকর্তা সদস্যদের ভোটাধিকার নেই।^{৩৯} চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান রূপে দায়িত্ব পালন করবেন।^{৪০}

৫.৬. এই আইনের প্রথম তফসিল অনুযায়ী জেলা পরিষদের কার্যবলী দুই প্রকারেরঃ— আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক। আবশ্যিক কার্যবলী ১২ টি এবং ঐচ্ছিক কার্যবলী ৬৯টি। আবশ্যিক কার্যবলী হচ্ছে—জেলার মধ্যে সকল উন্নয়ন উদ্যোগ এর পুনরীক্ষণঃ, উপজেলাকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও হিসেব নিরীক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রিজের নির্মাণ, সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। ঐচ্ছিক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ কল্যাণ, অর্থনৈতিক, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় এলাকা ও এলাকার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখ্য যে, জেলা পরিষদ বিধি বা সরকারের নির্দেশ সাপেক্ষে তহবিলের সংগতি অনুযায়ী আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে জেলা পরিষদ ঐচ্ছিক কার্যাবলী ইচ্ছা করলে সম্পাদন করতে পারবেন, তবে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হলে জেলা পরিষদ যে সকল ঐচ্ছিক কার্যাবলী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদন করবে। এ ছাড়া, বিধি অনুযায়ী এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে জেলা পরিষদ যে কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারেন। সরকার সময় সময় নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করতে পারবেন।^{৪১} তবে জেলা পরিষদের সকল কার্যাবলী বিধিদ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে কমিটি সমূহের সভাপতি অথবা চেয়ারম্যান, সদস্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদন করতে হবে। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকালে জেলা পরিষদ সরকারের পূর্ব

অনুমোদনক্রমে এই আইনের বা কোন বিধি বিধানের সংগে অসামঞ্জস্য না হয় এই রূপ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। এবং তৃতীয় তফসিলে বিধানের কোন কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজের জন্য দণ্ডিত করতে পারবে। তবে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য জেলা পরিষদ অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটতে থাকে তাহলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে।^{৪২}

৫.৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে তহবিল গঠন ও ব্যয়, নিজস্ব উৎস সমূহ, বাজেট তৈরী ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলা পরিষদের তহবিলে ৯টি উৎস হতে অর্থ জমা হবে। যেমনঃ—(১) স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ দ্বারা গঠিত জেলা পরিষদ যে জেলা পরিষদের উত্তরাধিকারী সেই জেলা পরিষদের তহবিলে উদ্ধৃত অর্থ, (২) জেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, (৩) জেলা পরিষদের সম্পত্তি হতে আয়, (৪) সরকারী অনুদান, (৫) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, (৬) জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয়, (৭) জেলা পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা, (৮) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ, (৯) সরকারের নির্দেশে জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।^{৪৩}

৫.৮. দ্বিতীয় তফসিলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, জেলা পরিষদ সরকারের অনুমোদন ক্রমে ৮টি উৎস হতে নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। উৎসগুলো হলো (১) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ, (২) বিজ্ঞাপনের উপর কর, (৩) জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল, (৪) জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস, (৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেট, (৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণ মূলক কাজ হতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস, (৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস এবং (৮) সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।^{৪৪}

৫.৯. যদিও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জেলা পরিষদ তার তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে, কর্তৃকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়, দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় অগ্রাধিকারভিত্তিতে করতে হবে।^{৪৫} বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি জেলা পরিষদ প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হওয়ার পূর্বেই উক্ত বৎসরের জন্য বাজেট (সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী) প্রণয়ন ও

অনুমোদন করে সরকার ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করে। সরকার বাজেট প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশোধন করতে পারবেন এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেট জেলা পরিষদের বাজেট হিসেবে গণ্য হবে। জেলা পরিষদ যদি কোন অর্থ বৎসরের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করতে ব্যর্থ হয়, তা'হলে সরকার উক্ত জেলা পরিষদের জন্য আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে তা প্রত্যাশন করবেন এবং এই প্রত্যয়নকৃত আয়-ব্যয় বিবরণী জেলা পরিষদের বাজেট হিসেবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, জেলা পরিষদ কোন অর্থ বৎসর অতি-বাহিত হবার পূর্বেই বিধি অনুযায়ী সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করে বিভাগীয় কমিশনার ও সরকারের নিকট প্রেরণ করতে পারে।^{৪৬}

৫.১০. জেলা পরিষদের তহবিলের অর্থ কোন সরকারী টেজারীতে বা সরকারী টেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংক অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে জমা রাখতে হবে। আয় ও ব্যয় হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে রাখতে হবে এবং প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হবার পর আয়-ব্যয় বিবরণী পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করতে হবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আয়-ব্যয় এর হিসেবে নিরীক্ষা করবেন। হিসেব নিরীক্ষার সময় নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেব সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও অন্যান্য দলিল দেখতে পারবেন এবং প্রয়োজনবোধে জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। হিসেব নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (ক) অর্থ-আত্মসাৎ, (খ) জেলা পরিষদের তহবিলের লোকসান, অপচয় ও অপপ্রয়োগ (গ) হিসাব রক্ষণে অনিয়ম, (ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাদের নাম উল্লেখ থাকবে।^{৪৭}

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

৬.১. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে এক ধরনের জেলা পরিষদ বিদ্যমান ছিল। এ পরিষদ সমূহ একই অধ্যাদেশের অধীনে পরিচালিত হতো। বর্তমানে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ সমূহ পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রণীত হওয়ায় অপার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ (৬১টি) স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধীনে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।^{৪৮}

উপসংহার

৭.১. বাংলাদেশে ইউনিয়ন, থানা এবং জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন নামে কাজ করে এসেছে। সময় সময় বিভিন্ন আইন, আদেশ ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে এ সকল গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গঠন প্রণালী ছাড়াও দায়িত্ব ও কার্যাবলীর পরিবর্তন ঘটে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সরকারী দপ্তর সমূহের পাশাপাশি দীর্ঘদিন কাজ করে আসলেও নানাবিধ কারণে এ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ সকল কারণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকার উপর গুরুত্বের অভাব, উচ্চতর প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মকর্তার উপর নির্ভরশীলতা, কার্য স্বাধীনতা (অপারেটিভ ফ্রিডম), বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ও দুর্বলতা, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সন্যবহারে অসীমতা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প চিহ্নিত করণ ও বাস্তবায়নে অনুভূত চাহিদা এবং জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব না দেওয়া, সরকারী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কার্যাবলীর অভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।^{৪৯}

৭.২. ১৯৮২ সালে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উপজেলা পরিষদ গঠন, ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদকে পুনর্গঠন এবং আরো শক্তিশালী করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের নিকট ন্যস্তসহ যথেষ্ট কার্যস্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। গ্রামবাসী বা গ্রাম এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে অনুভূত চাহিদার নিরীখে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং এ ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি স্তরকে উদ্বর্তন পরিষদ কর্তৃক সাহায্য, সাহযোগিতা ও উপদেশনা দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে সরকার বা তার প্রতিনিধির (সরকারী কর্মকর্তা) যে প্রাভাব/কর্তৃত্ব বিভিন্ন স্তরের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সমূহের উপর ছিল তা সীমিত করে জনপ্রতিনিধিকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উপদেশ দেয়ার দায়িত্ব বহুলাংশে দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি স্থানীয় সরকার স্তরের কার্যাবলী ও দায়িত্ব এবং নিজস্ব আয়ের উৎস সমূহ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং প্রতিবছর সরকারী অনুদান দেয়া হচ্ছে। দায়িত্ব অনুযায়ী তহবিল সংকট হয়তো এখনো রয়ে যাবে কারণ এর নিজস্ব আয়ের উৎস বাস্তব ক্ষেত্রে সীমিত এবং আমাদের মত গরীব দেশের সরকারের পক্ষে সব সময় চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক অনুদান তাদেরকে দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই এ সকল প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকলকে স্থানীয়

সম্পদ আহরণ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে নতুবা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী পালনে বিঘ্ন ঘটবে।

৭.৩. গ্রামীণ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরকার সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের উপর গ্রামীণ জনগণের সমস্যা নিরসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে সম্পাদন করলে গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ পল্লী এলাকা সমূহের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

পাদটিকা :

- ১। বিলকিস আরা আলম ও কে, কে, উ, আজম (সম্পাদিত), ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল, (ঢাকা: এন আই এল জি, ১৯৮৭) পৃঃ ১।
2. William A-Robson, Encyclopedia of Social Science, Vol. 9 & 10
3. Montagu Harris, Comperative Local Government (London: Hutchinson's University Library, 1948) P.9.
4. S. E. Finer, quoted in (Md. Afsar Hossain Saqui, "Local Government Research in Bangladesh" in Local Government Quarterly, Vol. No-4, December 1972) P.8.
5. Charels Barrett quoted in Q: Md. Afsar Hossain Saqui, Op. Cit, P.8.
6. For detail discussion please see Q. M.d. Afsar Hossain Saqui, op cit, Dr. Ali Ahmed, Administration of Local Self Government for Rual Areas in Banladesh (Dhaka: Local Government Institute, 1979) PP. 1-7. Bilquis Ara Alam and K.Q. Azam (Edt.) Union Parishad Manual (Dhaka: National Institute of Local Government, 1987) PP. 1-2 .
- ৭। মুহঃ ফজলুর রহমান, শৃংখলিত ইউনিয়ন পরিষদ, (ঢাকা: অপ্রকাশিত)।
- ৮। ডঃ কামাল সিদ্দিকী এবং সৈয়দ নুরুজ্জামান (সম্পাদিত), উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল, (ঢাকাঃ)ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৮৬)।
9. Please see Sri Urobando quoted in Ahmed Shafiqul Huque Colonial Administration and Centralization: History of Local Government in Bangladesh. Dhaka; Journal of Local Government, Vol. 4 No: 1 January-June, 1985, p. 19. R.K. Mukherjee quoted in Lutful Huq Chowdhury. Local Self- Government and Its Reorganiaztion in Bangladesh. Dhaka; National Institute of Local Government, 1987 P. 6. Sidney Webb and John Mattaz in Village Government in British India. Delhi: Neeray Publishing house, 1983, PP IX, 18. S. Bhatnagar, Rural Local Government n India. New Delhi; light

- and life Publishers, n.d. P. 22. National Institute of public Administration (NIPA), Bengal District Administration Committee Report 1913- 15 Reprint Series No.4.P.91
10. For detailed discussion regarding government at the village level during pre-British period please see: John Matthai, op. cit. , S. Bhatnagar, op. cit, Lutful Huq Chowdhury, op. cit, pp-5-7, Ahmed Shafiquel Huque, op. cit. Dr-A. H. M. Aminur Rahman, " Rural Local Government in Bangladesh in Historical perspectives" in Local Government Quarterly, op. cit. pp.32-33. Roushan Ara Begum, "Local Government in Ancient and Medieval Bengal" in Kamal Siddiqui (Edt), Local Government in Bangladesh , op cit.Q. Md. Afsar Hossain Saqui, Village Communities in India" in Local Government Quarterly. Vol. 5 No. 2 1976 pp. 38- 77, NIPA, op. cit.
 11. Hugh Tinker. Foundation of Local Self- Government in India, Pakistan and Burma, London; (Athehen press, 1954) p.40.
 - ১২। ১৮৮৫ সালের আইনে সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব মূলক নীতি গৃহীত হয়।
 13. Local Self-Government Act of 1885, Qouted in Ali Ahmed, op. cit.
 14. Ahmed shafiquel Huque. op. cit. p. 19.
 15. Aminur Rahman op. cit. p.41.
 16. Please see for detail discussion, Kamal Siddiqui (Edt). Local Government in Bangladesh (Dhaka; National Institute of Local Government 1984) p. 37-8. Ali Ahmed, Administration of Local self- Government for Rural Areas in Bangladesh (Dhaka; Local. Government Institute, 1979) p.106-8.
 17. দেখুন Aminur Rahman op. cit. p. 43.
 18. Union Agricultural Assistant কে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।
 - ১৯। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ৭, ১৯৭২ এবং আদেশ নং- ২২, ২২ শে মার্চ, ১৯৭৩।
 20. Lutful Huq Chowdhury op. cit. p-27.
 21. Q. Md. Afsar Hossain Saqui and Muhammad Mukabber, Local Resource Mobilization; A case study of selected upazila and union Parishads. Dhaka: NILG (Mimio) 1988.
 22. The Local Government Amendment Ordinance, 1980 Ministry of LGRD and Co-operatives.
 23. Swanirvar Gram Sarker (Constitution and Administration) Rules, The Bangladesh Gazettee Extra Ordinance, May 24, 1980.
 24. J. Md. Afsar Hossain Saqui, Swanirvar Gram Sarker at work: A Case Study of Four Vilage under Savar Thana. Dhaka; NILG, 1982 (Mimio) p.41.
 25. Ali Ahmed, op. cit. pp. 18-19.
 26. Lutful Huq Chowdhury, op. cit. p. 16.

- ২৭। উপজেলার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য।
উপজেলা পর্যায়ে নিযুক্ত বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তারা হচ্ছেন এর অফিসিয়াল সদস্য।
এছাড়া, প্রতি উপজেলা হতে ৩ জন মহিলা এবং একজন পুরুষ সদস্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছে। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে উপজেলা পরিষদের সদস্য।
২৮. Mohammad Faizullah, Development of Local Government in Bangladesh Dhadka; NILG, 1987 pp. 102-8.
- ২৯। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন বরাদ্দকৃত সহায়তা মঞ্জুরী হতে সরকার ৭৫% অর্থ সকল ইউনিয়নের মধ্যে জনসংখ্যা ও আয়তনের নিরীখে বরাদ্দ এবং সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে প্রদান করবে। অবশিষ্ট মঞ্জুরী সহায়তার অর্থ সরকার উপজেলার মধ্যে জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা ও কর্ম তৎপরতার নিরীখে উপজেলা পরিষদ সমূহের মধ্যে বন্টন করবে। উপজেলা পরিষদ সমূহ নিম্নে উল্লেখিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে খাতওয়ারী উক্ত মঞ্জুরী সহায়তার অর্থ ব্যয় করবে।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী সংশোধিত (১৯৮৮) খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি

খাত	বরাদ্দ	
	উন্নয়ন জন্মার নিম্নতম অংশ	উন্নয়ন জন্মার. সর্বোচ্চ অংশ
(ক) কৃষি ও সেচ	১২%	২০%
(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পঃ বহুগত অবকাঠামো বহুগত অবকাঠামো	৫%	১০%
(গ) পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫%	২৫%
(ঘ) গৃহনির্মাণ ও বহুগত পরিকল্পনা আর্থসামাজিক অবকাঠামো	১০%	১৭.৫%
(ঙ) শিক্ষার উন্নয়ন আর্থসামাজিক অবকাঠামোঃ	৫%	১২.৫%
(চ) শিশুদের শারীরিক মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	৭.৫%	১৫%
(ছ) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ	৫.৫%	১২.৫%
(জ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২.৫%	৭.৫%
(ঝ) বিবিধ কার্যাবলী	২.৫%	৫%

সূত্রঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশমালা জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয়, জুন, ১৯৮৮ (সংশোধিত) পৃষ্ঠা ৪-৫ এবং ধারা ৯, পৃষ্ঠা ৮।

30. The Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration Reorganisation) Ordinance, 1982.
- ৩১। মোঃ বদিউজ্জামান, বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ: একটি সমীক্ষা (প্রশাসন সমীক্ষা, বিপিএটিসি, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা কার্তিক, ১৩৯৬) পৃঃ ৩৫-৩৬।
- ৩২। মোঃ বদিউজ্জামান, op.cit., পৃঃ ৩৬।
33. Ali Ahmed op. cit.p. 19, The rate of loss to be imposed was one- half anna on every rupee of the annual value of all lands in the district.
34. Ali Ahmed op. cit p. 3&4.
35. Ministry of Law and Parliamentary affairs, the local government ordinance, 1976, p. 5.
- ৩৬। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, জুলাই, ১২, পৃষ্ঠা ৪০১৩-৪।
- ৩৭। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ ধারা ৩ (২), পৃষ্ঠা ৭৬৬৬।
- ৩৮। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ এর ৫ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার ৬১ জন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন। বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৪ঠা জুন, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৭৬৬৬ এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং এস, আই, ও, আইন, - ২৫১ আইন/ শা-৭জেপ- ৩০/৮৮/ ৩৭১ তারিখ ৮-৮-১৯৮৮। রাকামাটি, বান্দরবন খাগড়াছড়ি জেলায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়নি।
- ৩৯। ইবিড ধারা ৪ (৫) এবং ৫ (২), পৃষ্ঠা ৭৬৬৬।
- ৪০। ইবিড ধারা ১১, পৃষ্ঠা ৭৬৬৮।
- ৪১। ইবিড ধারা ১২, ১৩, ১৪, পৃষ্ঠা ৭৬৬৮ এবং প্রথম তফসিল, পৃষ্ঠা ৭৬৮৩-৮৬।
- ৪২। ইবিড, ধারা ৪৯ ও ৫০, পৃষ্ঠা ৭৬৭৭ এবং ধারা ৫৮, পৃষ্ঠা ৭৬৭৯, তৃতীয় তফসিল, পৃষ্ঠা ৭৬৮৮-৯১।
- ৪৩। ইবিড, ধারা ২৫, পৃষ্ঠা ৭৬৭৯।
- ৪৪। ইবিড, ধারা ৪৩, পৃষ্ঠা ৭৬৭৪, দ্বিতীয় তফসিল, পৃষ্ঠা ৭৬৮৭।
- ৪৫। ইবিড, ধারা ২৬ (২), পৃষ্ঠা ৭৬৭২ এবং ধারা ২৭ পৃষ্ঠা ৭৬৭২।
- ৪৬। ইবিড, ধারা ২৮, পৃষ্ঠা ৭৬৭২-৩।
- ৪৭। ইবিড, ধারা ২৬(১), পৃষ্ঠা ৭৬৭১, ধারা ২৯ ও ৩০, পৃষ্ঠা ৭৬৭৩।
- ৪৮। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সোমবার, মার্চ, ১৯৮৯, ৬ মার্চ, ১৯৮৯।
49. Q. Md. Afsar Hossain Saqui "Jamshed Ahemed, Rural Local Government in Bangladesh " the journal of Local Government, Vol. 17, No.2, (Dhaka: NILG, 1988) P/115.

গ্রন্থ পঞ্জি:

- ১। ডঃ কামাল সিদ্দিকী ও সৈয়দ নুরজ্জামান (সম্পাদিত), উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল-(ঢাকা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৮৬)।
2. Montugu Harris, comparative Local Government, (London: Hutchin son's University Library, 1948).

3. Dvane, Lockward. "Local Government" in Encyclopelia of Social Sciancies (New York: Ma cmilian-Free Press, 1967).
4. Hugh Tinker, Foundation of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma (London: Athcenon press, 1954)
- ৫। বিলকিস আরা আলম ও কে, কিউ, আজম (সম্পাদিত), ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল (ঢাকা: ন্যাশনাল ইউস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৮৬)।
6. Dr. Ali Ahmed. Administration of Local Self Government for Rural Areas in Bangladesh (Dhaka : Local Government Institute, 1979).
7. Chowdhury, Lutful Huq, Local Self Government and its Reorganisation in Bangladesh. (Dhaka: National Institute of Local Government, 1987).
8. Q. Md. Afsar Hossain Saqui and Mohammad Mukabber, Local Resource Mobilization: A Case study of selected Upazila and Union Parishads. (Dhaka: NILG, Mimeo, 1988).
9. Q. Md. Afsar Hossain Saqui and Jamshed Ahmed. Rural Local Government in Bangladesh. The Journal of Local Government, Vol. 17, No: 2. (Dhaka: NILG, 1988).
10. মোঃ বদিউজ্জামান, বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণঃ একটি সমীক্ষা (প্রশাসন সমীক্ষা, বিপ্লবটিসি ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৯৬)
11. The Local Government (Union Parishad) Ordinance, 1983.
12. The Local Government (Upazila Praishad and Upazila Administration Re-Organization) Ordinance , 1982.
13. Ministry of Local Government Rual Developement and Co-operatives, The Local Government Amendment Ordinance, 1980.
- ১৪। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮।
- ১৫। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকারী পরিষদ আইন, ১৯৮৯।
- ১৬। বান্দারবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯।
- ১৭। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯।